আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী –

১৮ ডিসেম্বর ২০০৫

আন্তর্জাতিক অভিবাসন আমাদের ক্রমাগত ছোট হয়ে আসা এই পৃথিবীর এক মৌলিক চরিত্র। সকলের সুবিধার্থে এই অভিবাসন ব্যবস্থার যথাযথ ব্যবস্থাপনা আমাদের যুগের সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক অভিবাসন দিবস আমাদের এই চ্যালেঞ্জের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দিবস আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে অভিবাসীদের অপরিসীম অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পাই।

বিশ্ব অর্থনীতি ক্রমাগত অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। অভিবাসীরা তাদের দক্ষতা, জ্ঞান ও মানবসম্পদের মাধ্যমে আতিথ্যপ্রদানকারী সমাজে অবদান রাখে। তাদের উপস্থিতির ফলে চিন্তাভাবনার ও মতামতের আদান-প্রদান এবং সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় রাষ্ট্রের বৃহত্তর অর্থনৈতিক খাতগুলোর সাফল্যের পেছনে দক্ষ ও অদক্ষ উভয়প্রকার অভিবাসী শ্রমিকদের গুরুত্বপুর্ণ অবদান রয়েছে। একই সাথে এসকল অভিবাসী শ্রমিকদের নিজ দেশে প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা এসকল দেশের সরকারিভাবে প্রাপ্ত উন্নয়ন সহায়তার চেয়ে বহুগুণে বেশি।

তথাপি অভিবাসন বহু চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করছে এবং বিভিন্ন মহলের জন্য উদ্বেগের কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাই একটি টেকসই ও সফল অভিবাসী নীতিমালা প্রণয়ণ ও অভিবসনের সুবিধা সম্পুর্ণরুপে কাজে লাগাতে হলে আমাদের পুরোনো ধ্যান ধারণা ও বিদেশীদের প্রতি ঘৃণার মানসিকতা পারত্যাগ করে প্রকৃত সমস্যা গুলো চিহ্নিত করতে হবে । অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন নিশ্চিত করতে আমাদের আরোও অনেক কিছু করতে হবে ।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন বিষয়ক বিশ্ব কমিশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে সামনে এগিয়ে চলার পথনির্দেশনা প্রতিবেদনের জন্য গুরুত্বপুর্ণ সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে । এতে অন্যান্য ক্ষেত্রের উপযুক্ত নীতিমালার সাথে কার্যকর অভিবাসন নীতিমালার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মানবাধিকার ছাড়াও, উন্নয়ন, বাণিজ্য, সাহায্য এবং নিরাপত্তার বিষয়গুলো উলে-খ করা হয়। আগামী বছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক অভিবাসন ও উন্নয়ন বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এসকল গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সুযোগ এনে দিয়েছে। আমি আশা করছি কমিশনের প্রতিবেদনের মতামত ও সুপারিশমালা থেকে সহায়তা গ্রহণ করে সকল রাষ্ট্র এ সংলাপকে সফল করতে চেষ্টা করবে।

সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রণয়নে পনেরতম বর্ষপুর্তিতে এ বছরের আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত মাত্র ৩৪টি রাষ্ট্র এ চুক্তি অনুমোদন করেছে। যেসকল রাষ্ট্র এ চুক্তি অনুমোদন করেনি আমি তাদের সকলের প্রতি এ চুক্তি অনুমোদনের জন্য আরও একবার আবেদন জানাচ্ছি। আমি সকল রাষ্ট্রপক্ষের প্রতি এ চুক্তি বাস্তবায়নে তাদের গৃহীত পদক্ষেপের ওপর যথাসময়ে অভিবাসন কর্মীদের কমিটির নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য আহবান জানাচ্ছি। এ চুক্তির অধীনে কোন ব্যক্তির অধিকার লংঘিত হলে তার নিকট থেকে অভিযোগ গ্রহণ ও তা বিবেচনা করার ক্ষেত্রে কমিটির যোগ্যতাকে মেনে নিতে আমি রাষ্ট্রসমুহের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

অভিবাসীদের অবদান না থাকলে আমরা আরো দরিদ্রাবস্থায় থাকতাম। আজ আমরা যখন তাদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি, তখন আসুন উন্নত জীবনের সন্ধানে সীমান্ত অতিক্রমকারী প্রতিটি নারী- পুরুষ ও শিশুর মানবাধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হই।

** ** **